মোহাম্মদপুরে ব্যবসায়ীর কাছে ৫০ লাখ চাঁদা দাবি, সাবেক যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

ছবি: সংগৃহীত

সেনাবাহিনী ও সদ্য বিলুপ্ত র‍্যাবের সদস্য পরিচয়ে ৫০ লাখ টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগে রাজধানীর মোহাম্মদপুর থেকে বহিষ্কৃত যুবদল নেতা ইঞ্জিনিয়ার বি এম ইব্রাহিম ওরফে ‘তালা ইব্রাহিমকে’ গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

সোমবার (২৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে তার গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনার ইবনে মিজান। তিনি জানান, ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে থাকা মামলাগুলো যাচাই করা হচ্ছে। তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের সাবেক নেতা বা কর্মী ছিলেন কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, ইব্রাহিম ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর বিভিন্ন অপকর্মের অভিযোগে তাকে ওই পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এরপর বিভিন্ন বাসায় তালা লাগিয়ে টাকা আদায়ের অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। এ কারণে এলাকায় তিনি ‘তালা ইব্রাহিম’ নামে পরিচিত হন। তার বিরুদ্ধে গণধর্ষণসহ আরও কয়েকটি মামলা রয়েছে।

৫০ লাখ টাকা চাঁদাবাজির অভিযোগে গত বছরের ৭ ডিসেম্বর মোহাম্মদপুর থানায় মামলা করেন ব্যবসায়ী জাহিদ হাসান (২৭)। মামলায় ইব্রাহিম (৩৬) ও দীপক (৩৬) নামে দুজনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা আরও ১০ থেকে ১২ জনকে আসামি করা হয়।

মামলার এজাহারে জাহিদ হাসান উল্লেখ করেন, ৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় নবীনগর হাউজিংয়ের একটি বাসায় এক নারী সহকর্মীর জন্য খাবার নিয়ে গেলে কয়েকজন তাকে আটকান। তারা নিজেদের সেনাবাহিনী ও পুলিশের সদস্য পরিচয় দেন। তাদের হাতে ওয়াকিটকি এবং পরনে সিভিল পোশাক ছিল বলেও এজাহারে উল্লেখ করেন তিনি।

জাহিদ হাসানের অভিযোগ, তার ব্যবসায় দুর্নীতি রয়েছে—এমন কথা বলে তার কাছে ৫০ লাখ টাকা চাওয়া হয়। একপর্যায়ে তার কাছ থেকে ৪৫ হাজার টাকা নেওয়া হয়। একই বাসায় থাকা দ্বিতীয় সাক্ষীর কাছ থেকে ১২ হাজার টাকা ও তার হাতঘড়ি নিয়ে যাওয়ার অভিযোগও করেন তিনি। টাকা দেওয়ার প্রতিবাদ করায় ওই ব্যক্তিকে মারধর ও শ্লীলতাহানি করা হয় বলেও এজাহারে উল্লেখ রয়েছে।

জাহিদ হাসান জানান, পরে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে আরও টাকা সংগ্রহের জন্য চাপ দেওয়া হলে তিনি কৌশলে মোহাম্মদপুর থানায় খবর দেন। পুলিশ গিয়ে বাসাটির সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে। স্থানীয়দের সহায়তায় ফুটেজে থাকা ব্যক্তিদের শনাক্তের চেষ্টা চালানো হয়। পরে ইব্রাহিম ও দীপকের নাম ও মোবাইল নম্বর পাওয়া যায় বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্য আসামিদের পরিচয় ও ঠিকানা সংগ্রহ এবং স্বজন-পরিচিতদের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে মামলা করতে কিছুটা দেরি হয়েছে বলেও এজাহারে উল্লেখ করেন জাহিদ হাসান।